দৈনিক ইত্তেফাক

116

তারিখ MAR 22 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

বোর্ড বইয়ের নিম্নমান ঃ রচনা ও নির্বাচনে জবাবদিহিতার অভাবই কি কারণ?

সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত আমার মেয়ে তাহার 'নিম্ন মাধ্যমিক গণিত' বইয়ের প্রশ্নমালা-১.৩ এর অংক অনুশীলন করিতেছিল 'গাইড' নামীয় একটি নোট/সমাধান বইয়ের সাহায্য নিয়া। এ সময় আমাকে উক্ত প্রশ্নমালার ৯নং অংকটি বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য বলিল। প্রশ্নটি হইতেছে ঃ 'কোন বিদ্যালয়ে ১৩২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কৃতকার্য ও অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর অনুপাত ৯ঃ২। যদি আরও ৪ জন পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হয়, তবে কৃতকার্য ও অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর অনুপাত কত হবে?' আমার নির্ণীত উত্তর ২৮ঃ৫ হওয়াতে মেয়ে বলিল- 'তোমার উত্তর বই ও নোটের সাথে মিলে না।' বইয়ের উত্তর ১৪ঃ৩। নোটেও অন্ধভাবে এ ভুল উত্তরটি মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্নানুসারে ১৩২ -এর অর্থাৎ ১০৮ জন কৃতকার্য এবং বাকী ২৪ জন অকৃতকার্য। এখন আরও ৪ জন কৃতকার্য হইলে মোট কৃতকার্য পরীক্ষার্থী হইবে ১০৮+৪=১১২ জন। এবং সে ক্ষেত্রে অকৃতকার্য হইবে ২৪-৪=২০ জন, কারণ বিদ্যালয়ের মোট পরীক্ষার্থী ১৩২ জন নির্দিষ্ট। সুতরাং নির্ণেয় অনুপাত হইবে ১১২ঃ২০ অর্থাৎ ২৮ঃ৫।

এ বইয়ের সম্পাদ্য-৯ এর বর্ণনাতেও অনেক ভুল রহিয়াছে। বইটির আর কোথায় কোথায় কি কি ভুল আছে এবং হাজার হাজার কোমলমতি শিক্ষার্থী তথাকথিত নোট বই ও বোর্ডের পাঠ্য বইয়ের আর কি কি ভুলের অভিশাপে অভিশপ্ত হইতেছে তাহা কে জানে?

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই প্রকাশ সরকারীভাবে নিষিদ্ধ থাকায় 'গাইড' নামের ছদ্মাবরণে নিষিদ্ধ নোট আইনসিদ্ধ আকারে বাজারে প্রচলিত। উল্লিখিত গাইডে লিখা আছে, 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত গাইড বই নীতিমালা অনুসরণে লিখিত ও প্রকাশিত।' এ সমস্ত গাইড/নোট-এর সত্যিকার লেখক ও প্রকাশককে কখনও জবাবদিহি করিতে হয় না তাহাদের ভুল, অন্যায়, জাতির জন্য ক্ষতিকর ও বে-আইনী কাজ। এ সমস্ত ভুল ও বেআইনী গাইড/নোট শতকরা ৯৫ ভাগ শিক্ষার্থী অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়, কেননা, তাহাদের অভিভাবকগণ প্রতিটি বিষয়ে দক্ষ গৃহশিক্ষক রাখার মত আর্থিকভাবে সচ্ছল নন এবং অন্যদিকে বিদ্যালয়সমূহে আজকাল লেখাপড়া হয় না বলিলেই চলে।

উপরন্তু স্কুল-কলেজে এখন এমন শিক্ষকেরও অভাব নাই যাঁহারা নোটের বা সমাধান বইয়ের উপর অন্ধভাবে নির্ভরশীল। এই প্রেক্ষাপটেই ভুল ভ্রান্তিপূর্ণ নোট/গাইড 'হটকেক'-এর মত বিক্রি হইতেছে, যাহার ফলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। উল্লেখ্য যে, এই তিনটি স্তরেই পাঠ্য বই সকল পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। আর উক্ত স্তরে পাঠ্য বই বিপর্যয় আজিকার নয়, বহু বছরের। দেখা যায়, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এমন কি প্রাথমিক স্তরের বইয়ের রচয়িতা ও সম্পাদক হিসাবে অতি উচ্চ স্তরের শিক্ষায় (কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি) নিযুক্ত বা অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকের নাম রহিয়াছে। যাহাদের যে স্তরে পাঠদানের তথা শিক্ষার্থীদের গুণ, মান, আচরণ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই, যিনি সর্বক্ষণ উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত ও নিবেদিত, তাহাকে দিয়া এত নিম্নস্তরের বই লিখাইলে কি তাহা যথোপযোগী হয়? সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখক কি দেশে নাই?

নূতন কারিকুলামে রচিত মাধ্যমিক স্তরের বোর্ড বইগুলিতে- বিশেষত গণিতের কোন কোন বই প্রণয়নে রীতিমত ফাঁকিবাজি করা হইয়াছে। যেনতেন ভাবে ২/৪টা অংকের সমাধান করিয়া উদাহরণ হিসাবে দিয়া (অনুশীলনীর সহিত সামঞ্জস্য ছাড়াও) অতি অল্প সংখ্যক অংক (মাত্র ৩/৪টা-৮/১০টা) দিয়া অনুশীলনী শেষ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'মাধ্যমিক বীজগণিত' বইটির কথা বলা যায়। এত কম সংখ্যক অংক দিয়া অনুশীলনী সাজানো পাঠ্যবইয়ের জগতে একেবারে নজীরবিহীন ও রহস্যজনক। এক একটা অনুশীলনীতে ৪০-৫০টা হইতে ৭০/৮০টা অংক অতীতের বইগুলিতে থাকিত। সারা বছর শিক্ষার্থীদের সেই অংকগুলির অনুশীলনে ব্যস্ত থাকিতে হইত। সেক্ষেত্রে অনুশীলনীতে মাত্র ৫/৭টি বা ৮/১০টি অংক দিয়া অংক প্র্যাকটিস করার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া সারা বছর শিক্ষার্থীদেরকে বখাটেপনা করার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইল না কি? সংগত কারণে এই প্রশ্নও জাগে, তাহা হইলে কি ইহার চাইতে উন্নতমানের কোন বই কি নির্বাচনের জন্য বোর্ডে জমা পড়ে নাই? বই নির্বাচন নিরপেক্ষ হইয়াছে কি? নির্বাচন কমিটির কাজে কোন অনিয়ম হইয়াছে কি? জাতীয়ভাবে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বোর্ড বইয়ের লেখক নির্বাচন হয় বলিয়া জানি। কিন্তু পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা হইয়াছে এমন প্রমাণ প্রকাশিত বইয়ে নাই। বিষয়গুলি লইয়া ভাবনা-চিন্তা করার- প্রয়োজনে তদন্ত করিয়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট অপরাপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জনৈক শিক্ষক,
কুমিল্লা।